Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

করোনা ও বন্যা মোকাবেলায় ত্রাণ কর্মসূচি এবং কৃষি প্রণোদনা

সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

মুনতাসির কামাল

সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সিরাজগঞ্জঃ ২৮ ডিসেম্বর ২০২০

সূচি

- ভূমিকা
- নির্বাচিত কর্মসূচিসমূহের সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহে সিরাজগঞ্জের অবস্থা ও অবস্থান
- করোনা ও বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ ও কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতাঃ মূল্যায়ন কাঠামো ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
- সিরাজগঞ্জ জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন
- সিরাজগঞ্জ জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন
- ত্রাণ ও কৃষি সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ
- করণীয় ও সুপারিশমালা

ভূমিকা

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে প্রশংসনীয় সাফল্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি এর উচ্চাকাংখী ও ব্যাপকতর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে
- সামগ্রিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়ভার রাষ্ট্রের উপর বর্তায় কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের যে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এসডিজি কাঠামোতে একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে
- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯(২) অনুযায়ী, স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি সংস্থাসমূহকে '*জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন*' সহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে
- চলমান কোভিড-১৯ অতিমারীর অভিঘাত বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় সুদূরপ্রসারী চিহ্ন রেখে যাবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কোভিড মহামারী পূর্ব-বিদ্যমান দুর্বলতাগুলি আরও সংকটময় এবং এসডিজির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে
- এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম (২০২০) এর প্রাক্কলন অনুযায়ী কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঝুঁকিতে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ১.৩০ কোটি, যা সর্বশেষ জরিপকৃত শ্রমশক্তি (২০১৬-১৭) এর প্রায় ২০.১%। সিপিডি (২০২০) প্রাক্কলন করেছে যে এই মহামারী (উচ্চ) দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালের ২৪.৩% থেকে বাড়িয়ে ২০২০ সালে ৩৫% এ উন্নীত করতে পারে। এই "নতুন দরিদ্র"র সংখ্যা হতে পারে প্রায় ১.৭৫ কোটি

ভূমিকা

- বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আয়তন ১৮,১৫৪ বর্গ কিলোমিটার এবং প্রায় ২০ মিলিয়ন (মোট জনসংখ্যার ১২.৯%, ২০১১ সাল) লোক বসবাস করেন
- ভৌগলিক অবস্থান এবং জলবায়ু রীতির কারণে এটি বাংলাদেশের একটি পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। উপরন্তু, ঘন ঘন বন্যা, নদী ভাঙ্গন, প্রতিকূল পরিবেশ, সীমিত সম্পদ এবং আয়ের সুযোগ, মূলভূমি থেকে সরকারি স্থাপনার দূরত্ব এবং অপর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবার কারণে এই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা তাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হন

ভূমিকা

- সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যা সিরাজগঞ্জের মতো তুলনামূলকভাবে বেশী দারিদ্র্যপ্রবণ জেলাগুলির পরিস্থিতি আরও সংকটময় করেছে
  - ইউএনওএসএটি এর স্যাটেলাইট ইমেজ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ১২ থেকে ২১ জুলাই সময়ের মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলার মোট ভূমির প্রায় **৫১%** এবং প্রায় **৯৪%** গ্রাম বন্যা কবলিত হয়েছে
- কোভিড-১৯ এবং সাম্প্রতিক বন্যা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রান্তিক জনগণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার কর্তৃক বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে হঠাৎ বেকারত্বের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য সহায়তা (চাল); দেশব্যাপী নির্বাচিত বিপন্ন পরিবারগুলিকে সরাসরি নগদ সহায়তা (২,৫০০ টাকা) প্রদান এবং শিশুখাদ্য, গো-খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি
  - **আমাদের বর্তমান কর্মসূচি প্রতিবেদনের জন্য আমরা শুধুমাত্র খাদ্য সহায়তা-জিআর (চাল), নগদ সহায়তা-২,৫০০ টাকা এবং জিআর (নগদ) কর্মসূচিকে মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করেছি**
- এছাড়াও সরকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে বিনামূল্যে আমন ধান ও অন্যান্য শস্যের বীজ এবং সার বিতরণ করেছে

নির্বাচিত কর্মসূচিসমূহের সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহে সিরাজগঞ্জের অবস্থা ও অবস্থান

এসডিজি ১.৩। ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত **সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা** গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এর আওতায় নিয়ে আসা

ত্রাণ কর্মসূচি (খাদ্য এবং নগদ সহায়তা), কৃষি প্রণোদনা

এসডিজি ২.১। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে বিপন্ন পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী **নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধা নির্মূল**

এসডিজি ১০.৪। নীতিমালা, বিশেষ করে রাজস্ব, মজুরি ও **সামাজিক সুরক্ষা** বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ ও ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা অর্জন করা

নির্বাচিত কর্মসূচিসমূহের সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহে সিরাজগঞ্জের অবস্থা ও অবস্থান

বিপন্নতার প্রেক্ষিত

বন্যা এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে আমন ফসলের ক্ষয়ক্ষতির অবস্থা, জুলাই ও আগষ্ট ২০১৭-১৮

জাতীয়ভাবে মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমি (%)

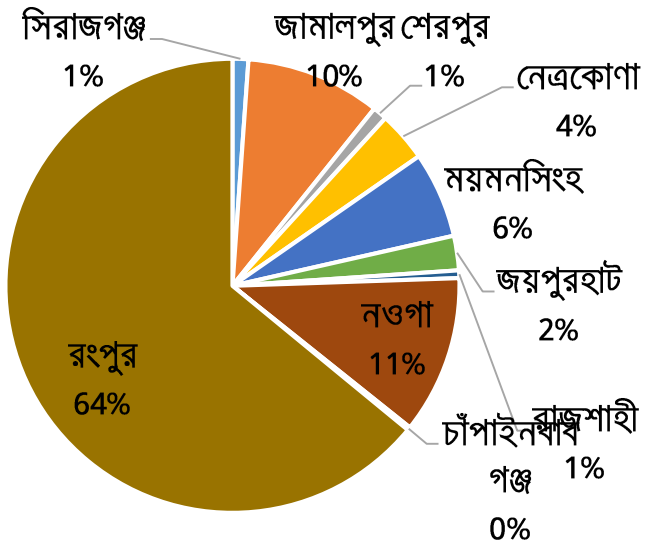

জাতীয়ভাবে মোট উৎপাদন ক্ষতি (%)

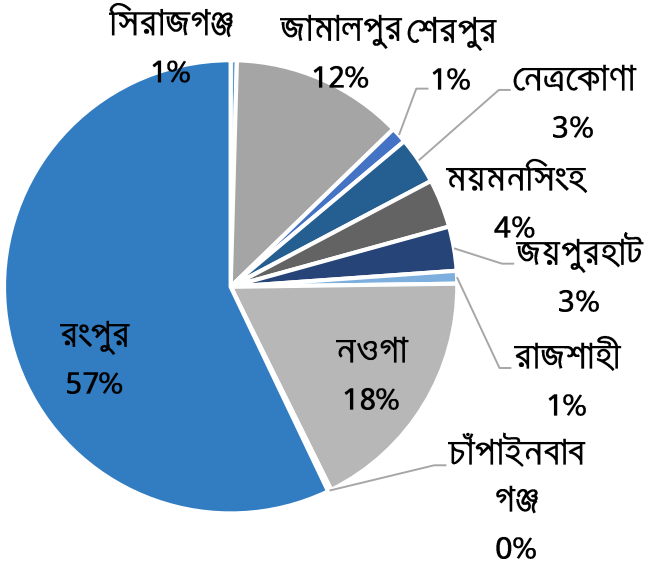

উৎসঃ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০১৯

- ২০১৭-১৮ সালের বন্যা পরিস্থিতির নীরিখে দেখা যায় যে, বন্যা এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে জাতীয়ভাবে আমন ফসলের ক্ষেত্রে মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমি এবং মোট উৎপাদন ক্ষতি যা হয়েছিল তার ১% এর কাছাকাছি হয়েছিল সিরাজগঞ্জে
- তবে ২০২০ এর বন্যা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এই ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে

নির্বাচিত কর্মসূচিসমূহের সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহে সিরাজগঞ্জের অবস্থা ও অবস্থান

জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত

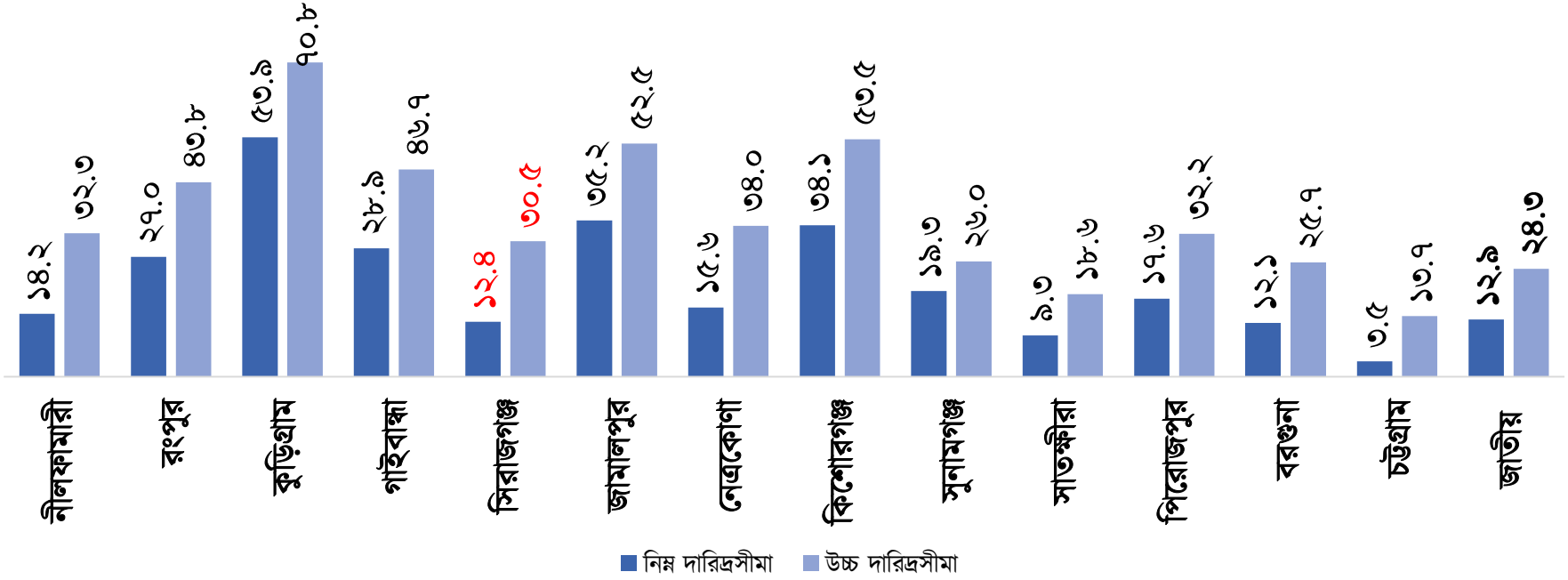

উৎসঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬

- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী সিরাজগঞ্জের জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত জাতীয় গড়ের চেয়ে কিছুটা উপরে
- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬-তে উপজেলা ভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্যমতে সিরাজগঞ্জের ৯ উপজেলার মধ্যে চৌহালি (৪৫.৫%), বেলকুচি (৪২.৫%), শাহজাদপুর (৪১.৮%) এবং রায়গঞ্জ (৩৯.৪%) উপজেলায় দারিদ্রের হার সিরাজগঞ্জ জেলার গড়ের (৩৮.৭%) চেয়ে বেশ উপরে

নির্বাচিত কর্মসূচিসমূহের সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহে সিরাজগঞ্জের অবস্থা ও অবস্থান

- সিরাজগঞ্জ জেলার খানাসমূহের আয়ের উৎস প্রধানত কৃষি
  - সিরাজগঞ্জের খানাসমূহের আয়ের প্রায় ৪৫% আসে কৃষি খাতে আত্মকর্মসংস্থান এবং দিন মজুরীর মাধ্যমে যা জাতীয় গড়ের তুলনায় কিছুটা বেশী

খানাসমূহের আয়ের প্রধান উৎস (%)

জেলা	আত্মকর্মসংস্থান (কৃষি)	দিন মজুর (কৃষি)	মোট কৃষি	আত্মকর্মসংস্থান (অ-কৃষি)	দিন মজুর (অ-কৃষি)	সেবা	অন্যান্য
নীলফামারী	১৭.৩	২৮.৩	৪৫.৬	২০.২	২১.১	৯.০	৪.০
রংপুর	২৬.৮	২৫.৫	৫২.৩	১৪.৩	২২.১	৬.১	৫.৪
কুড়িগ্রাম	২৮.৫	৩৮.৩	৬৬.৮	১৭.৩	৮.১	৫.১	২.৮
গাইবান্ধা	২৪.৯	৩২.৩	৫৭.২	১৫.৭	১৪.৮	৭.২	৫.১
সিরাজগঞ্জ	২২.০	২২.৮	৪৪.৮	১৩.৭	১৯.৬	১১.৭	১০.২
জামালপুর	৩৫.৩	২৭.০	৬২.৪	১৬.৪	৭.১	৫.৫	৮.৫
নেত্রকোণা	৩৫.৫	২৮.০	৬৩.৫	১৫.৭	৫.৯	৬.৬	৮.১
কিশোরগঞ্জ	২৫.৮	১৮.২	৪৪.১	১৪.৪	২১.৭	১০.৭	৯.১
সুনামগঞ্জ	৩৫.৬	৩২.৫	৬৮.১	৭.৬	১৩.৩	৩.৩	৭.৪
সাতক্ষীরা	২৭.৩	২৫.৬	৫২.৯	১৯.১	১৫.০	৪.৬	৮.৩
পিরোজপুর	২১.২	১৪.২	৩৫.৪	১১.১	২০.৮	১৪.৯	১৭.৭
বরগুনা	২৪.৭	৮.২	৩২.৯	১৯.৯	২১.৬	৯.৫	১৬.০
চট্টগ্রাম	১৩.৫	৬.৭	২০.২	১৭.১	১২.৯	৩৫.৯	১৪.০
জাতীয়	**২৩.২**	**১৮.৮**	**৪২.০**	**১৭.৩**	**১৪.৩**	**১৫.২**	**১১.১**

উৎসঃ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০

নির্বাচিত কর্মসূচিসমূহের সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহে সিরাজগঞ্জের অবস্থা ও অবস্থান

নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%)

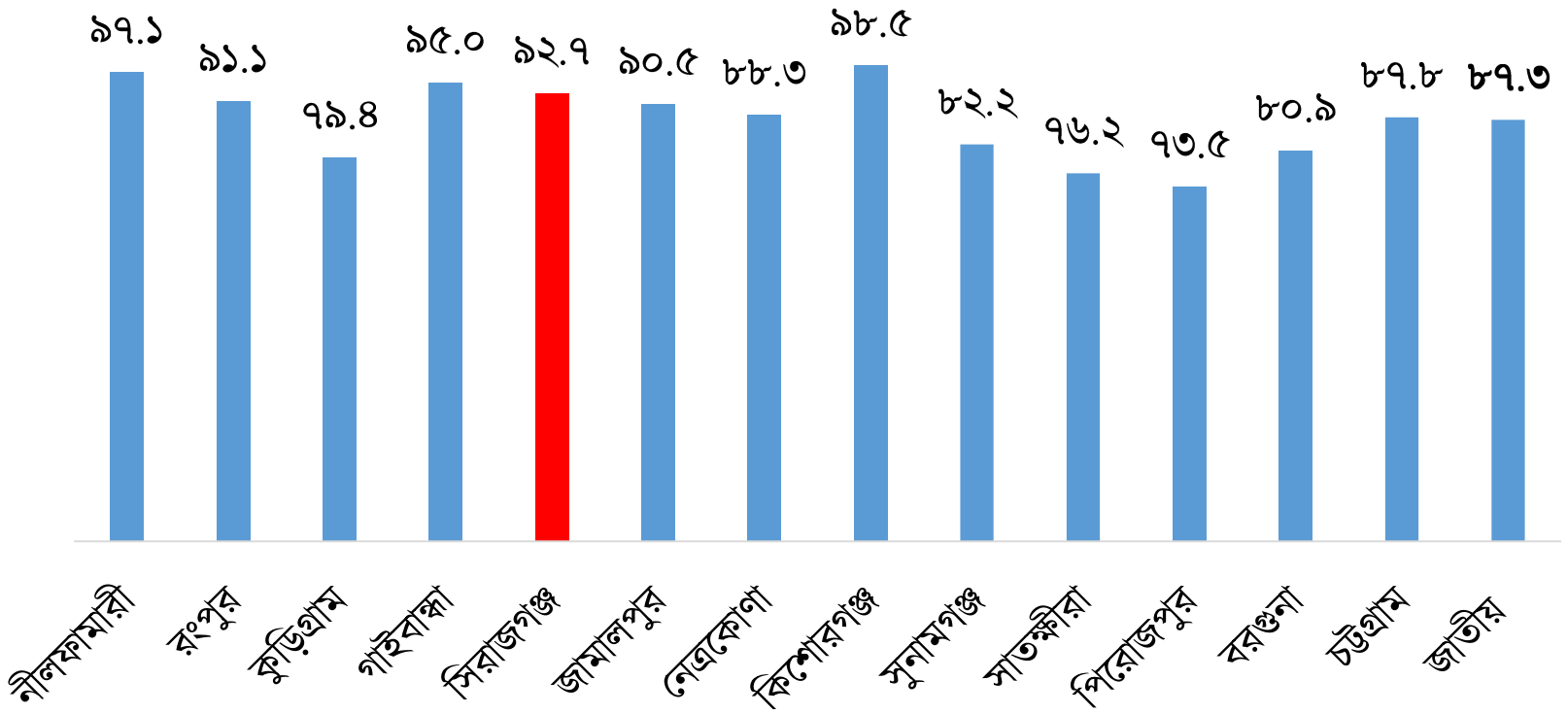

উৎসঃ ACBSS-২০১৭

- নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাতে সিরাজগঞ্জ জেলা জাতীয় গড়ের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে

করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কাঠামো

উৎসঃ Rubio ২০১১-এর আলোকে প্রস্তুত

বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কাঠামো

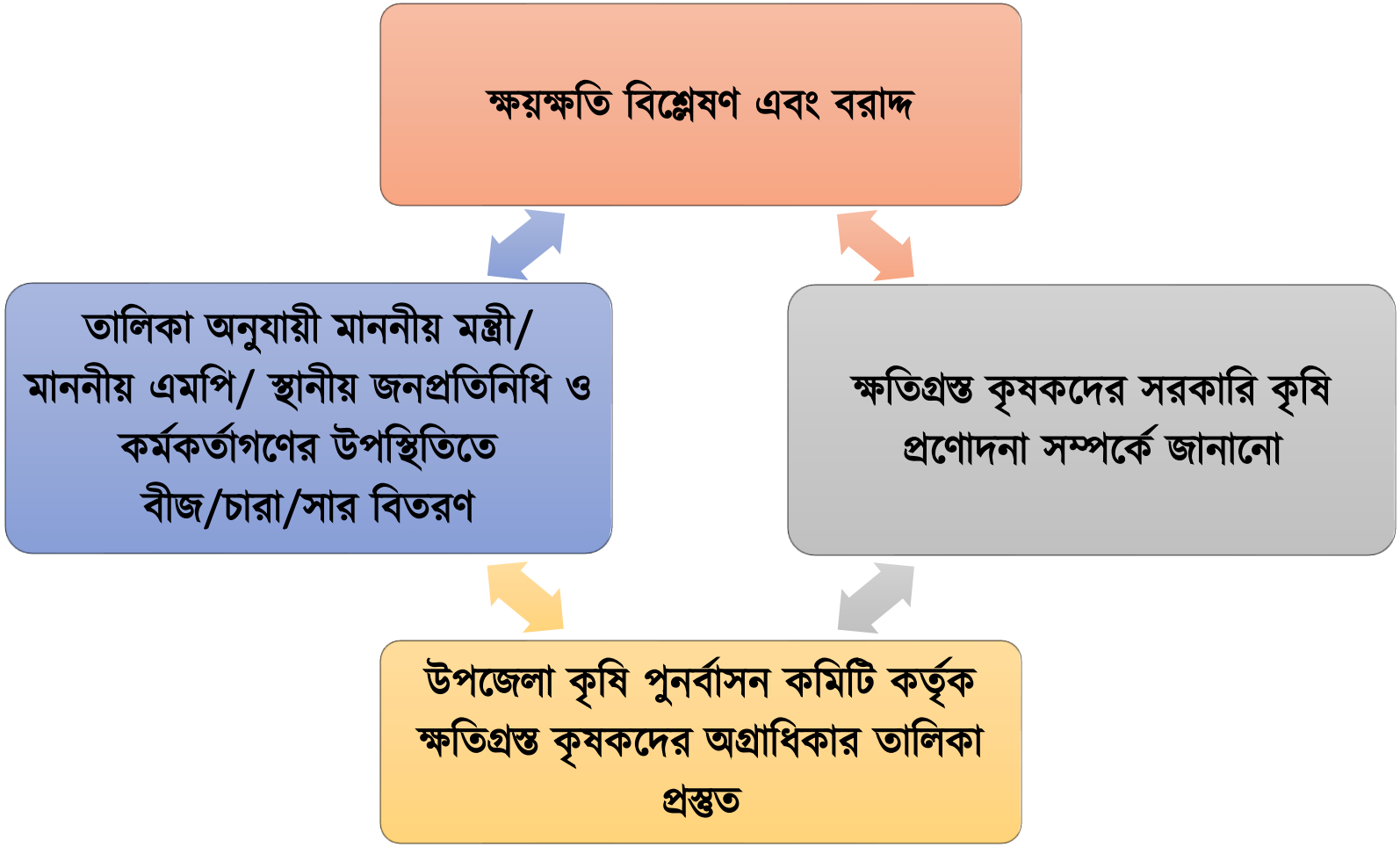

উৎসঃ Authors

প্রতিবেদনের জন্য তথ্য, উপাত্ত এবং ব্যক্তি মতামত সংগ্রহের পদ্ধতি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় (সিরাজগঞ্জ সদর ও চৌহালি) থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং করোনা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় (সিরাজগঞ্জ) থেকে কৃষি প্রণোদনা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- সরকার নির্ধারিত সেবার সাথে চিহ্নিত এলাকায় প্রদেয় সেবার তুলনা করার জন্য রেফারেন্স হিসেবে "করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে বিশেষ মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-২০২০" এবং "মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-২০১২-১৩" ব্যবহার করা হয়েছে
- ত্রাণ কর্মসূচি সম্পর্কিত স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ সদর ও চৌহালি উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া কৃষি সহায়তা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়) এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। সংখ্যাভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ ছাড়াও তাঁদের কাছ থেকে প্রদত্ত সেবার গুণগত দিক সম্পর্কে মতামত নেয়া হয়
- উপকারভোগীদের মতামতের জন্য চৌহালি উপজেলার স্থল ও ঘোরজান ইউনিয়নের দুইটি সিবিওর মোট ৪০ জন সদস্যের (উপকারভোগী এবং উপকারভোগী নয় উভয়) সাথে এফজিডি এর মাধ্যমে করোনা ও বন্যা সম্পর্কিত ত্রাণ এবং কৃষি সহায়তা সেবার তথ্য যাচাই করা হয় ও তাঁদের মতামত নেয়া হয়

সিরাজগঞ্জ জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

বরাদ্দ ও বিতরণের পর্যাপ্ততা

ত্রাণ সহায়তা ও নগদ অর্থের বরাদ্দ, বিতরণ ও মজুদের পরিমান

	বরাদ্দ	বিতরণ	মজুদ	বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিতরণ হার(%)
জিআর (চাল) (মেঃ টন)	৩,৬২০.০	৩,১৬৪.৫	৪৫৫.৫	৮৭.৪
জিআর (নগদ) (লক্ষ টাকা)	১৩০.৩	১২৩.৬	৬.৬	৯৪.৯

উৎসঃ জেলা বাতায়ন (সিরাজগঞ্জ)

- জিআর (চাল) এবং জিআর (নগদ) এর উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ৩.১ লক্ষ ও ৩.০ লক্ষ
- জিআর (চাল) এবং জিআর (নগদ) যথাক্রমে ৮৭.৪% ও ৯৪.৯% বিতরণ করা হয়েছে
  - খানাপ্রতি বরাদ্দের অপ্রতুলতার কথা জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ প্রায় প্রত্যেকেই উল্লেখ করেন। সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতার কারণে ত্রাণের চাল পাবার যোগ্য সবাইকে হয়তো চাহিদা অনুযায়ী দেওয়া যায়নি যা সিবিও সদস্যদের অনেকেই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণের তালিকাভুক্ত না হওয়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে
- এছাড়া জেলা পর্যায়ের তথ্যমতে, ২,৫০০ টাকা মানবিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য এমন ৭৫,০০০ জনের একটি তালিকা জাতীয় পর্যায়ে পাঠানো হয়। সিরাজগঞ্জ সদর প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার তথ্যমতে এই উপজেলা থেকে প্রেরণকৃত তালিকার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৬৫% এর কাছাকাছি মানুষ এই সহায়তা পেয়েছেন
  - জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার তথ্যমতে এই সহায়তার উপজেলাওয়ারি বন্টন জনসংখ্যার ভিত্তিতে করা হয়েছে

সিরাজগঞ্জ জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

২,৫০০ টাকা সহায়তা, জিআর (চাল) এবং জিআর (নগদ) বরাদ্দের উপজেলাওয়ারি বন্টন

উপজেলা	উপজেলায় দারিদ্রের হার (২০১০)	২৫০০ টাকা বিতরণের জন্য নিধারিত পরিবারের সংখ্যা (%)	জিআর (চাল) (%)	জিআর (নগদ) (%)
বেলকুচি	৪২.৫	১২.২	১০.৩	১২.৩
চৌহালি	৪৫.৫	৪.৮	৫.৭	৭.৩
কামারখন্দ	৩২.৫	৪.০	৪.০	৫.৩
কাজিপুর	৩৬.২	৮.২	১০.৯	১২.০
রায়গঞ্জ	৩৯.৪	৯.৬	১০.০	৯.৮
শাহজাদপুর	৪১.৮	১৭.৯	১৫.৯	১৫.৩
সিরাজগঞ্জ সদর	৩৬.৭	২০.৪	১৭.১	১৫.৩
তাড়াশ	৩৫.৮	৬.০	৫.৬	৭.০
উল্লাপাড়া	৩৬.৬	১৬.৮	২০.৫	১৫.৭
মোট	৩৮.৭	১০০.০	১০০.০	১০০.০

- সিরাজগঞ্জ সদর এবং উল্লাপাড়া উপজেলায় দারিদ্রের হার তুলনামূলকভাবে কম হওয়া স্বত্ত্বেও ত্রাণ বরাদ্দের হারে এ দু'টি উপজেলা এগিয়ে আছে। অপরদিকে চৌহালি উপজেলায় দারিদ্রের হার সর্বোচ্চ হলেও ত্রাণ বরাদ্দে এটি সবচেয়ে পিছিয়ে। শাহজাদপুর ও বেলকুচি উপজেলায় দারিদ্রের হারের সাথে ত্রাণ বরাদ্দের সামঞ্জস্য রয়েছে
  - ধারণা করা যায়, দারিদ্রের হারের পরিবর্তে উপজেলাওয়ারি বন্টন জনসংখ্যার ভিত্তিতে করা হয়েছে বলে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে

সিরাজগঞ্জ জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

সেবা সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণা

- জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেবা সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণার জন্য মাইকিং ও লিফলেট বিলি করা হয়
- করোনা ভাইরাসের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে প্রেস রিলিজ প্রদান করা হয়
- এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যেও সেবা সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণা চালানো হয়

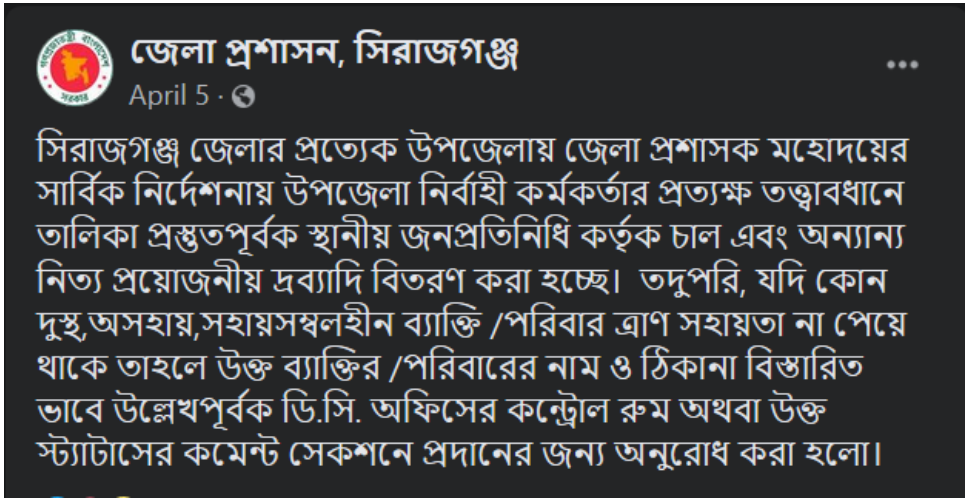

- ইউনিয়ন পর্যায়ে সিবিও সদস্যদের মাঝে সেবা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করা যায়
  - সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে এমন সিবিও সদস্যরা নির্বাচনের বিভিন্ন মানদন্ড, কার কাছে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে অথবা কিভাবে অভিযোগ দাখিল করা যাবে এসব বিষয়ে অবগত নন। একই সাথে তাঁরা পর্যাপ্ত প্রচার প্রচারণার অভাব রয়েছে বলে জানান
- ত্রাণের জন্য আবেদন এবং ত্রাণ গ্রহনের জন্য নির্ধারিত হটলাইন নাম্বার (৩৩৩) সম্পর্কে সিবিও সদস্যদের তেমন ধারণা নেই
- এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মোবাইল এবং ইন্টারনেট ইত্যাদির ব্যবহারে পিছিয়ে আছে যা প্রযুক্তিভিত্তিক এই ভাল উদ্যোগগুলি তাদের কাছে পৌঁছানোতে বিঘ্ন ঘটায়
  - প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের মোবাইল নেটওয়ার্কের সীমাবদ্ধতা এক্ষেত্রে বাড়তি প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়

সিরাজগঞ্জ জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

সুবিধাভোগী নির্বাচন

- জেলা, উপজেলা উভয় পর্যায় থেকেই জানানো হয় নির্ধারিত জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে সুবিধাভোগীদের নির্বাচন এবং তালিকা প্রস্তুত করা হয়
- ২,৫০০ টাকা সহায়তার তালিকা সরাসরি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পাঠানো হয়
  - সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুতিতে অনেকক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়নি বলে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাগণ অভিযোগ করেন
  - তালিকা প্রস্তুতির পর তা যাচাই এর জন্য স্থানীয় শিক্ষকদের নিয়োজিত করা হয়
- সিবিও সদস্যদের সাথে আলোচনায় স্থানীয় পর্যায়ে করোনাকালীন খাদ্য (চাল) এবং ২,৫০০ টাকা (নগদ) সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে দলীয়করণ এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়
- করোনাকালীন (সাধারণ ছুটি) লকডাউনের সময় কর্মহীন এবং আয়হীন হবার কারণে শহর থেকে গ্রামে চলে আসার পরেও কোনরকম সহায়তা না পাবার অভিযোগ পাওয়া যায়
- ২,৫০০ টাকা (নগদ) সহায়তার ক্ষেত্রে তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হবার পরেও সাহায্য না পাওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে

সিরাজগঞ্জ জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

সুবিধাপ্রাপ্তি

- ডুপ্লিকেশন (একাধিক সুবিধাপ্রাপ্তি) রোধ এবং অধিক মানুষকে ত্রাণ সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য সিরাজগঞ্জ সদরে প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়
  - এ উদ্যোগের আওতায় সিরাজগঞ্জ পৌরসভা এবং সদর উপজেলায় সমন্বিতভাবে জিআর উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুত ও বিনিময় করা হয় যাতে করে একবার সুবিধালাভকারী দ্বিতীয়বার অন্য কোন স্থান থেকে সুবিধা লাভ করতে না পারেন
  - এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেউ প্রতিদিন বিভিন্ন স্থান থেকে ত্রাণ সংগ্রহ করছেন আবার অন্যজন মোটেই সংগ্রহ করতে পারছেন না এমন পরিস্থিতির মোকাবেলা করা অনেকাংশেই সম্ভব হয়েছিল
- উপজেলা সদরে আসতে হয় বিধায় ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রান্তিক জনগণ সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোগান্তির সম্মুখীন হয়েছেন
  - উদাহরণস্বরূপ, স্থল ইউনিয়ন এবং ঘোরজান ইউনিয়নের সিবিও সদস্যগণ জানান যে চৌহালি উপজেলা সদর থেকে জিআর বাবদ প্রাপ্ত সহায়তা নিয়ে গন্তব্যে ফিরে যেতে তাঁদের প্রায় পুরো একদিন সময় লেগেছে
  - এ দুটি ইউনিয়নের দুর্গম্যতার কারণে যাতায়াতে বাড়তি অর্থও ব্যয় হয়

সিরাজগঞ্জ জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

যাচাই-বাছাই ও পর্যবেক্ষণ (মনিটরিং)

- ২,৫০০ টাকার সহায়তা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের তালিকা যাচাই-বাছাই করে একাধিকবার সংশোধন করা হয়েছিল বলে জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে জানানো হয়। অধিকাংশের প্রাথমিক পর্যায়ে মোবাইল নাম্বার না থাকায় অথবা ভুল নাম্বার দেয়ার কারণে এবং পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মাত্র ৭/৮ দিন সময় বেঁধে দেয়ার কারণে এই সমস্যা হয় বলে জানানো হয়। যদিও যাচাই বাছাই করে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় ১ মাসের মত সময় লেগে যায়
- ত্রাণের চাল বিতরণের সময় যাতে সঠিক পরিমাণে বিতরণ করা হয়, সে উপলক্ষ্যে ট্যাগ অফিসারগণ বিতরণস্থলে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত ছিলেন বলে জানানো হয়

অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

- অভিযোগ গ্রহণ এবং তার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সেবাপ্রার্থীদের সরাসরি উপজেলা অফিসে যোগাযোগ করার সুযোগ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কোন উদ্যোগের প্রসার ঘটেনি
  - উপজেলা অফিসে বেশীরভাগ অভিযোগ আসে সুবিধাভোগী নির্বাচন সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে অভিযোগকারীরা সরাসরি অফিসে চলে আসেন। কোন ‘হটলাইন’ অথবা বিরোধ নিষ্পত্তির কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। ফলে, দূরবর্তী ইউনিয়নের প্রান্তিক গ্রামের দুঃস্থ মানুষদের যে কোন অভিযোগের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপরেই নির্ভরশীল হতে হয়

সিরাজগঞ্জ জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি

১৯ আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)

- মোট উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা ১৬০ টি (মোট উপজেলার **৩৩%**)
- মোট উপদ্রুত ইউনিয়ন সংখ্যা ১০২৬ টি (মোট ইউনিয়নের **২৩%**)
- মোট পানিবন্দী পরিবার সংখ্যা ৭ লাখ ৯২ হাজার ৭৪৮
- মোট ক্ষতিগ্রস্ত ৪৯ লাখ ৫২ হাজার ৪৩৭ জন

এছাড়া ১৯ আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত (কৃষি মন্ত্রণালয়)

- এই বন্যায় ৩৭টি জেলায় সর্বমোট ১ হাজার ৩২৩ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হয়েছে
- বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়া ফসলি জমির পরিমাণ ২ লাখ ৫৭ হাজার ১৪৮ হেক্টর, যার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ১ লাখ ৫৮ হাজার ৮১৪ হেক্টর (**৬১.৮%**)
- সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩২ হাজার ২১৩ হেক্টর জমির আউশ ধান, ৭০ হাজার ৮২০ হেক্টর জমির আমন ধান এবং ৭ হাজার ৯১৮ হেক্টর জমির আমন বীজতলা (**আমনঃ মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির প্রায় ৫০%**)
- ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ১২ লাখ ৭২ হাজার ১৫১ জন

সিরাজগঞ্জ জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

ক্ষয়ক্ষতি বিশ্লেষণ ও বরাদ্দ

এই বন্যায় সিরাজগঞ্জে মোট ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ/পরিবারের তুলনামূলক চিত্র

জেলার নাম	উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা	উপদ্রুত ইউনিয়ন সংখ্যা	পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা
সিরাজগঞ্জ	৭	৬৪	১১৮,৯৭২	৫০৩,৭৯৫
নেত্রকোনা	৭	৪১	৩০০	১১০,৩৫০
রংপুর	৩	১৩	০	৬৩,৩৮৮
কুড়িগ্রাম	৯	৫৬	৬২,৬৩০	২৫০,৫২০
গাইবান্ধা	৬	৪৫	৫৪,৩২৫	২৫২,৪১০
নীলফামারী	২	৯	০	২৭,০৮০
জামালপুর	৭	৫৯	২৪৮,৬৩৪	৯৯৪,৭০৭
কিশোরগঞ্জ	৮	৪৩	১৫,৩৬৯	৪৭,৫৫২
সুনামগঞ্জ	১১	৮৮	৪০	১৭৬,৭১২

উৎসঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় এই বন্যায় জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনার সবচেয়ে বেশী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে
  - ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যার দিক থেকে সিরাজগঞ্জ নির্বাচিত জেলাসমূহের ভেতর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে

সিরাজগঞ্জ জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বন্যায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমুহে কৃষকদের জমিতে কমিউনিটি ভিত্তিক রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে বিতরণের জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি

জেলা	বীজতলার পরিমাণ (একর)	বীজ (কেজি)	বীজ ও চারা বাবদ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	সার বাবদ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অন্যান্য বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মোট আর্থিক বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
সিরাজগঞ্জ	২০.০	৬,০০০	৭.৫	০.৪	০.২	৮.১
নেত্রকোনা	১৫.০	৪,৫০০	৫.৬	০.৩	০.২	৬.১
নীলফামারী	৩.০	৯০০	১.১	০.১	০.০	১.২
রংপুর	৫.০	১,৫০০	১.৯	০.১	০.১	২.০
কুড়িগ্রাম	১০৫.০	৩১,৫০০	৩৯.৬	২.১	১.১	৪২.৮
গাইবান্ধা	১০৫.০	৩১,৫০০	৩৯.৪	২.১	১.১	৪২.৬
জামালপুর	৭০.০	২১,০০০	২৬.৩	১.৪	০.৭	২৮.৪
কিশোরগঞ্জ	২.০	৬০০	০.৮	০.০	০.০	০.৮
সুনামগঞ্জ	১.০	৩০০	০.৪	০.০	০.০	০.৪

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রনালয়

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এবং কৃষি মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্ষয়ক্ষতির সাথে বরাদ্দের সামঞ্জস্য আছে
- একই সাথে জেলাভিত্তিক ফসল উৎপাদনের বিন্যাসও (প্যাটার্ন) বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়

সিরাজগঞ্জ জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বন্যায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমুহে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপনের জন্য ট্রেতে নাবী জাতের আমন ধানের উৎপাদন ও বিতরণ বাবদ কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি

জেলা	ট্রেতে উৎপাদিত চারা পাবে এমন কৃষকের সংখ্যা	বীজ ও চারা বাবদ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অন্যান্য বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মোট আর্থিক বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	কৃষক প্রতি বরাদ্দ (টাকা)
সিরাজগঞ্জ	৪৮	১.৫	০.১	১.৬	৩,৩৮০
নেত্রকোনা	৮০	২.৫	০.২	২.৭	৩,৩৮০
নীলফামারী	৩২	১.০	০.১	১.১	৩,৩৮০
রংপুর	৪৮	১.৫	০.১	১.৬	৩,৩৮০
কুড়িগ্রাম	১১২	৩.৬	০.২	৩.৮	৩,৩৮০
গাইবান্ধা	৯৬	৩.১	০.২	৩.২	৩,৩৮০
জামালপুর	১১২	৩.৬	০.২	৩.৮	৩,৩৮০
কিশোরগঞ্জ	৩২	১.০	০.১	১.১	৩,৩৮০

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রনালয়

- ❑ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এবং কৃষি মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্ষয়ক্ষতির সাথে বরাদ্দের সামঞ্জস্য আছে
- ❑ একই সাথে জেলাভিত্তিক ফসল উৎপাদনের বিন্যাসও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়

সিরাজগঞ্জ জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

২০২০-২১ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বন্যাদুর্গত জেলাসমূহে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্বল্পমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী শাক-সব্জির বীজ বিতরণ

জেলা	কৃষকের সংখ্যা	স্বল্পমেয়াদী বীজ বাবদ বরাদ্দ (টাকা)	কৃষক প্রতি বরাদ্দ	মধ্যমেয়াদী বীজ বাবদ বরাদ্দ (টাকা)	কৃষক প্রতি বরাদ্দ
সিরাজগঞ্জ	১৪,৪০০	২,৮০৪,৪০০	১৯৫	১,২২৪,০০০	৮৫
নেত্রকোনা	২,০০০	৩৮৯,৫০০	১৯৫	১৭০,০০০	৮৫
সুনামগঞ্জ	১,১০০	১৮১,২২৫	১৬৫	৯৩,৫০০	৮৫
কিশোরগঞ্জ	৩,৫০০	৬৮১,৬২৫	১৯৫	২৯৭,৫০০	৮৫
নীলফামারী	১,০০০	২০৪,৭৫০	২০৫	৮৫,০০০	৮৫
রংপুর	১,৮০০	৩৬৮,৫৫০	২০৫	১৫৩,০০০	৮৫
কুড়িগ্রাম	১০,৯০০	২,২৩১,৭৭৫	২০৫	৯২৬,৫০০	৮৫
গাইবান্ধা	১৩,৫০০	২,৭৬৪,১২৫	২০৫	১,১৪৭,৫০০	৮৫
জামালপুর	৮,০০০	১,৩৯৮,০০০	১৭৫	৬৮০,০০০	৮৫

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রনালয়

- ❑ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এবং কৃষি মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্ষয়ক্ষতির সাথে বরাদ্দের সামঞ্জস্য আছে
- ❑ একই সাথে জেলাভিত্তিক ফসল উৎপাদনের বিন্যাসও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়

সিরাজগঞ্জ জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং রবি মৌসুমের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরনের নিমিত্তে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি

জেলা	কৃষকের সংখ্যা	বীজ বাবদ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	সার বাবদ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অন্যান্য বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মোট আর্থিক বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	কৃষক প্রতি বরাদ্দ (টাকা)
সিরাজগঞ্জ	**৫৬,০০০.০**	**৩৫৫.৩**	**৮১.৮**	**৩৮.৬**	**৪৭৫.৭**	**৮৪৯.৫**
নেত্রকোনা	১৫,০০০.০	৭৫.৩	২৬.৭	১০.৩	১১২.৩	৭৪৮.৭
নীলফামারী	৭,০০০.০	৩২.৮	১৩.১	৪.৪	৫০.৩	৭১৮.৬
রংপুর	৩০,০০০.০	১৮২.১	৪৫.৪	২০.১	২৪৭.৬	৮২৫.৩
কুড়িগ্রাম	৪৮,৫০০.০	৪২০.৮	৪৫.৪	৩১	৪৯৭.১	১,০২৪.৯
গাইবান্ধা	৩৬,০০০.০	২০৩.৬	৫৮.২	২৪.৩	২৮৬.১	৭৯৪.৭
সুনামগঞ্জ	৩০,০০০.০	১৩.৪	৫.৬	২.২	২১.২	৭০.৭
জামালপুর	১১০,০০০.০	৭৩১.৮	১৫৩.৪	৭৬.৭	৯৬১.৮	৮৭৪.৪
কিশোরগঞ্জ	৪১,৫০০.০	২৭১.৬	৫৮.৮	২৮.৭	৩৫৯.১	৮৬৫.৩

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এবং কৃষি মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্ষয়ক্ষতির সাথে বরাদ্দের সামঞ্জস্য আছে
- একই সাথে জেলাভিত্তিক ফসল উৎপাদনের বিন্যাসও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়

সিরাজগঞ্জ জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

পর্যবেক্ষণ (স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)

- জনগণ কৃষি প্রণোদনা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য মূলত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপর নির্ভরশীল। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকে সরকারি কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেন
  - এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে প্রচার প্রচারণার ঘাটতি রয়েছে
- কৃষি প্রণোদনার আওতায় প্রদত্ত সার ও বীজ অনেকসময়ই সময়মত আসে না বিধায় তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকসময়ই কৃষক তার চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ফসলের বীজ পান না বলে অভিযোগ এসেছে। প্রণোদনার সহায়তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল
- সিরাজগঞ্জ জেলায় সর্বশেষ ২০১৪ সালে কৃষিকার্ড বিতরণ করা হয়েছিল। সরকারি কৃষি সহায়তা নিতে এর প্রয়োজন পড়ে বিধায় অনেকক্ষেত্রেই যোগ্য কিন্তু বিনা কার্ডধারী কৃষক সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন
- কৃষি প্রণোদনার সার ও বীজ উপজেলা থেকে বিতরণ করা হয় বিধায় দুর্গম চরাঞ্চলের কৃষকগণ তা সংগ্রহ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অসুবিধার মুখোমুখি হন
- এছাড়া নদীভাঙ্গনের শিকার স্থায়ী ঠিকানাহীন প্রান্তিক জনগণ কোনরকম জামানত দিতে পারেন না বিধায় কৃষি ঋণের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হন

ত্রাণ ও কৃষি সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ

করোনা ও বন্যা মোকাবেলায় ত্রাণ এবং কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে নিম্নলিখিত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে

করোনা মোকাবেলায় ত্রাণ কর্মসূচি

১। বরাদ্দ ও বিতরণের পর্যাপ্ততাঃ বরাদ্দকৃত ত্রাণ প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট উদ্যম এবং স্বচ্ছতার সাথে বিতরণের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে, সামগ্রিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপজেলা/ইউনিয়ন ভিত্তিক বরাদ্দের বিভাজনের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়ের জায়গা আছে

২। সেবা সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণাঃ ত্রাণ সেবা সম্পর্কিত 'হটলাইন' নাম্বারসহ বিভিন্ন অভিনব যেসব উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগী ও সুবিধাপ্রত্যাশীরা এখনও সচেতন নন। এক্ষেত্রে তাদের ডিজিটাল অ্যাকসেস ও লিটারেসি এবং প্রচারণার ঘাটতি প্রধান অন্তরায়। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ এর তথ্যানুসারে রাজশাহী বিভাগের প্রায় ১১% খানা মোবাইল সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অধিকতর দরিদ্র খানাসমূহের মধ্যে এ হার স্বাভাবিকভাবেই বেশি

৩। সুবিধাভোগী নির্বাচনঃ স্থানীয়, বিশেষ করে ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে, নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয় (বিশেষ করে নগদ অর্থ সুবিধার ক্ষেত্রে)। সুবিধাভোগী নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণমূলকভাবে হয়নি (যেমনঃ প্রচারণায় ঘাটতি আছে)। এছাড়াও সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ আশানরূপ নয়। সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি বিশদ ডাটাবেসের অভাব সরকারি পর্যায় থেকে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে

ত্রাণ ও কৃষি সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ

৪। **সুবিধাপ্রাপ্তিঃ** চরাঞ্চলের দুর্গম্যতা এবং অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্রাণ কর্মসূচির সুবিধাপ্রাপ্তিতে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করে

৫। **যাচাই-বাছাই ও মনিটরিংঃ** সুবিধাভোগীদের তালিকায় যাতে অধিকতর যোগ্য প্রান্তিক মানুষ অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন সেজন্য সরকারি কর্মকর্তাদের মনিটরিং বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে

৬। **অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থাঃ** ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির কোন প্রযুক্তি নির্ভর এবং কার্যকর ব্যবস্থা নেই

বন্যা মোকাবেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি

১। **ক্ষয়ক্ষতি বিশ্লেষণ এবং বরাদ্দঃ** সার ও বীজের বরাদ্দ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এবং অনেকসময়ই তা সময়মত আসে না। বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি সহায়তা বিতরণ অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর বেশী ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে হয় না

- সেবাপ্রদানকারীদের প্রচার-প্রচারণার ঘাটতি এবং সেবাপ্রত্যাশীদের সচেতনতা এবং নিজস্ব উদ্যোগের অভাব এক্ষেত্রে বড় অন্তরায়
- অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন না করা এবং সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণের সময় তাদের যথাযথ উপস্থিতি না থাকার ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা বঞ্চিত হয়

ত্রাণ ও কৃষি সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহ

২। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে কৃষি প্রণোদনা সম্পর্কে জানানোঃ ত্রাণ সেবার মত কৃষি পুনর্বাসন সেবার ক্ষেত্রেও নির্ধারিত 'হটলাইন' নাম্বার এবং এর প্রচারণা না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি সেবার জন্য আবেদন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন

- সেবাপ্রদানকারীদের প্রচার-প্রচারণার ঘাটতি এক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়

৩। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অগ্রাধিকার তালিকাঃ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৃষকদের তালিকা এবং কারা কোন সহায়তা কতটুকু পাবেন তার তথ্য ইউনিয়ন বা উপজেলা অফিসে টাঙ্গানো না থাকায় কৃষকদের প্রায়শই এ সকল তথ্যের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যেমন মেম্বার/চেয়ারম্যানদের কাছে ধর্ণা দিতে হয়

৪। সহায়তা বিতরণঃ উপজেলা হতে কৃষি প্রণোদনার সহায়তা বিতরণ করা হয় বিধায় চরাঞ্চলের দুর্গম্যতা এবং অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তা সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে

করণীয় ও সুপারিশমালা

বিভিন্ন বাস্তবায়ন নির্দেশিকার আলোকে এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সিরাজগঞ্জে সরকারি ত্রাণ ও কৃষি কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনার দাবি রাখেঃ

ত্রাণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে

১। তৃণমূল পর্যায় থেকে সঠিক চাহিদা নিরূপন এবং সে অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে একটি সুচকের উপর নির্ভর না করে স্থানীয় পর্যায়ের দারিদ্র্যের হার, জনসংখ্যা, বেকারত্বের হার ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে আর্থসামাজিক সূচকসমৃদ্ধ একটি বিশদ ডাটাবেস তৈরি করা অত্যন্ত জরুরী। এতে স্থানীয় পরিস্থিতির আলোকে ত্রাণ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম হাতে নেয়া সহজতর হবে

২। ত্রাণ সেবা সংক্রান্ত প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ (যেমনঃ হটলাইন/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার) সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে

- স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ সরকারি ত্রাণ বিষয়ক ‘হটলাইন-৩৩৩’/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার এর ব্যবহার সম্পর্কে সিবিও সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন
- এক্ষেত্রে সিবিও সদস্যদের উৎসাহিত করার জন্য তারা এই ‘হটলাইন’ সম্পর্কিত সরকারি বিভিন্ন ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তাদের মাঝে তুলে ধরবেন

করণীয় ও সুপারিশমালা

৩। সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচার-প্রচারণা নিশ্চিত করা এবং তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

- স্থানীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে সচেতন থেকে ত্রাণ কার্যক্রমের শুরুতেই স্বউদ্যোগে জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে যেন অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা যায়
- করোনার মত বিপর্যয়ের সময়ে যারা 'নতুন দরিদ্র' দের কাতারে যোগ দেন তাদের ঝুঁকি ও প্রয়োজনকেও স্থানীয় পর্যায়ে বিবেচনায় রাখতে হবে
- মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেন তারা নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচারণা করতে সক্ষম হন
- একইভাবে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেন তাঁরা সাধারণ জনগণের মাঝে প্রচারণা কার্যক্রম ভালোভাবে করতে পারেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হন

৪। ইউনিয়ন, গ্রাম এবং মহল্লার মত স্থানীয় সরকারের ক্ষুদ্র ইউনিটগুলোতে ত্রাণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুতের সময়েই সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এবং তদারকি বৃদ্ধি করা যেন সরকার প্রণীত বাস্তবায়ন নির্দেশিকার নির্বাচন মানদন্ড অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হতে পারেন

করণীয় ও সুপারিশমালা

৫। উপজেলা পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থানীয় এনজিও এবং সিএসওগুলো স্থানীয় প্রশাসনের নেতৃত্বে নিজ নিজ কর্মএলাকায় ত্রাণ সরবরাহের কাজে নিয়োজিত হতে পারে

৬। স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার সুযোগ রাখতে হবে

- ইউনিয়ন পর্যায়ে উপজেলা অফিসের তত্ত্বাবধানে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে একটি কমিটি গঠন করা যারা নিয়মিতভাবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে কাজ করবেন

বন্যা মোকাবেলায় কৃষি পুনর্বাসন সহায়তার ক্ষেত্রে

৭। ইউনিয়ন/উপজেলাভিত্তিক একটি ডাটাবেস তৈরি করা যাতে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থা থেকে শুরু করে ফসল উৎপাদনের যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবে। এতে করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য দেয়া ও যোগ্য ব্যক্তি চিহ্নিত করা সহজতর হবে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে এ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে

৮। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৃষকদের তালিকা ইউনিয়ন এবং উপজেলা অফিসে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে যেন সেবাপ্রত্যাশী কৃষকেরা সহজেই তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারেন

করণীয় ও সুপারিশমালা

৯। চাহিদার তুলনায় যেহেতু বরাদ্দ অপর্যাপ্ত থাকে, তাই কমিউনিটি বীজতলায় রোপা আমন ধানের এবং ট্রেতে নাবী জাতের আমন ধানের চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী অধিক হারে স্থানীয় কৃষকদের সম্পৃক্ত করা এবং স্থানীয়ভাবে বাড়তি চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করা

১০। সরকারি কৃষি প্রণোদনাসমূহ যেন দুর্যোগে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা

- এক্ষেত্রে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে যারা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি করবেন
- আলোচ্য কমিটি সরকারি কৃষি সহায়তা সম্পর্কে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অবগত করতে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা চালাবেন এবং সেবাপ্রত্যাশীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করবেন

১১। উত্থাপিত অভিযোগসমূহের তালিকা প্রণোয়ন করতে হবে এবং অভিযোগ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না, এবং হয়ে থাকলে সেগুলি কি ছিল তা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রকাশের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে

করণীয় ও সুপারিশমালা

১২। কৃষকের তালিকা হালনাগাদ করে নতুনভাবে কৃষিকার্ড বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে। নির্ধারিত সময় পরপর তালিকা হালনাগাদকরণ এবং হালনাগাদকৃত তালিকার ভিত্তিতে কৃষিকার্ড বিতরণের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

১৩। নিবিড় তদারকির ভিত্তিতে কৃষকের জন্য জামানতবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে এলাকার এনজিও সমূহের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে

১৪। কৃষি প্রণোদনার সহায়তা উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থানীয় এনজিও এবং সিএসওগুলো স্থানীয় প্রশাসনের নেতৃত্বে নিজ নিজ কর্মএলাকায় নিয়োজিত হতে পারে

Funded by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

ধন্যবাদ